সুবাসিত ভোর

শরীফ আবদুল গোফরান

সুবাসিত ভোর

শরীফ আবদুল গোফরান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা, চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

সুবাসিত ভোর

শরীফ আবদুল গোফরান

প্রকাশক
এস,এম, রইসউদ্দীন
পরিচালক প্রকাশনা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম, ফোনঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস
১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রকাশকাল
একুশে বই মেলা ২০০৮

মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড
১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০,
ফোন ঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ
মোমিন উদ্দীন খালেদ

অংকন
খলিল রহমান

ডিজাইন
ডিজাইন বাজার
৪৮ এবি পুরানা পল্টন, বাইতুল খায়ের টাওয়ার
ঢাকা-১০০০, ফোন-৭১৭১৯৭৫

মূল্য ঃ ১০০.০০ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম
১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
১৫০-১৫২, গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর,ঢাকা
৩৮/৪, মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা

SUBASITO VHAOR Written by **Sharif Abdul Gofran**, Published by S.M. Rais Uddin, Director (Publication), Bangladesh Co-operative Book Society Limited, 125 Motijheel C/A, Dhaka. Price: TK. 100.00, US$. 3.00

ISBN-984-493-105-3

www.pathagar.com

উৎসর্গ

প্রিয় নাজমুস সাকিব ও
বাংলাদেশের সকল
ছোট্ট বন্ধুকে

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

শরীফ আবদুল গোফরান আশির দশকের একজন প্রতিশ্রুতিশীল খ্যাতিমান লেখক। শিশু-সাহিত্য অঙ্গনে তিনি সু-পরিচিত। শিশু-সাহিত্যের সকল শাখায় তার অবাধ বিচরণ। তিনি দীর্ঘদিন ধরে, দেশের প্রথম শ্রেণীর দৈনিক ও মাসিক পত্রিকাগুলোতে গল্প, প্রবন্ধ, ছড়া, কবিতা নিয়মিত লিখে আসছেন। তার লেখা "সুবাসিত ভোর" গ্রন্থটি শিশু-কিশোরদের উপযোগী একটি গল্পগ্রন্থ। বর্তমানে শিশু-কিশোরদের হাতে তুলে দেবার মতো তেমন শিক্ষণীয় গ্রন্থ খুব একটা পাওয়া যায় না। শরীফ আবদুল গোফরান সেই শূন্যতা পূরণে এগিয়ে এসেছেন। শুধু বিষয়গুলোই নয়, লেখকের ভাষা, ভঙ্গি এবং উপস্থাপনা কৌশলে রয়েছে চমৎকার নৈপূণ্য।

"সুবাসিত ভোর" গল্পগ্রন্থের প্রতিটি গল্পই শিক্ষণীয়। তিনি তার প্রতিটি গল্পের বিষয় বস্তুকে সহজ সরল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। যা ছোটদের জন্য হয়েও সকলের। বাংলাদেশ-কো অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ-এর নতুন প্রকাশিত এই বইটি পড়ে আমাদের সন্তানরা অপসংস্কৃতির বেড়াজাল ভেঙ্গে আলোর পথে আসার দিক নির্দেশনা পাবে। আমার বিশ্বাস বিপুল পাঠক প্রিয়তার মাধ্যমে শরীফ আবদুল গোফরান-এর পরিশ্রম স্বার্থক হয়ে উঠবে এই কামনাই করি।

(এস,এম, রইসউদ্দীন)
পরিচালক প্রকাশনা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

সূচিপত্র

মনোহরের কিস্‌সা # ০৭
সত্য সন্ধান # ১৩
মায়ের আদর # ১৬
সুবাসিত ভোর # ২১
বটতলার ভূত # ২৬
চোখের পানিতে ঈদের খুশি # ৩০
সাদিয়ার লাল জামা # ৩৪

www.pathagar.com

মনোহরের কিস্‌সা

দাদির খিটমিটে মেজাজ। কেউ একটু কিছু বললেই রেগেমেগে আগুন। মেজাজ যাইহোক রিফাতের সাথে পেরে উঠে না। রিফাত শুধু বিরক্ত করবে দাদিকে। রেগে গেলে আরো বেশী করবে। তাই দাদিও তার মেজাজ বুঝে। রিফাতের সাথে অন্যদের মত অত রাগ করে না।

দুপুর বেলা। দাদি তার ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছেন। চোখে ঘুম ঘুম ভাব। এমন সময় খট খট দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।

কে আবার এলো? দরজাটাতো ভেজানই আছে। ধাক্কা দিলেইতো ভেতরে আসতে পারে। এত বিরক্ত করে কেন? দাদি বিরক্ত হয়ে বলে, নাহ দুপুরে আর আরাম করা যাবে না। উঠে গিয়ে দরজা খোলেন দাদি। একি রিফাত যে!

কি ব্যাপার এভাবে দরজায় কড়া নাড়ছ কেন? জিজ্ঞেস করে দাদি।

আমি তোমার কাছে ঘুমোবো, বলে রিফাত। হ্যাঁ, ঘুম না ছাই যাবে। আমাকে বিরক্ত করা আরকি। দাদির পেছনে পেছনে এসে দাদির পাশে উপুড় হয়ে শুয়ে

www.pathagar.com

পড়লো রিফাত। তার চোখে ঘুমকি এত সহজে আসে? কাত হয়ে দাদির দিকে ফিরলো। দাদি ও দাদি কথা বলো না। ঘুম আসে না তো কথা বলো, বলে রিফাত। দাদি একবার দু'বার তার পর ধমক দিয়ে বলে, 'কি কথা বলবো'!

কেন? কিস্‌সা বলো।

আমি কিস্‌সা জানি না। জবাব দেয় দাদি।

মনোহরের কিস্‌সাটা বলো।

এক কিস্‌সা বারবার বলতে ভাল লাগে? প্রত্যেক দিনইতো তোকে মনোহরের কিস্‌সা শুনাই।

দাদির গলা জড়িয়ে ধরে রিফাত, 'দাদি তা হলে অন্য কিস্‌সা বলো না।' গলা জড়িয়ে ধরায় দাদির মন গলে গেল।

তা হলে কথা বলতে পারবিনা, চুপ করে শোন। তার পর দাদি গল্প বলতে লাগলেন-

সে অনেক অনেক দিন আগের কথা। আরব দেশে বাস করতেন আমাদের মহানবী (সাঃ)। তাঁর ছিল দুই নাতি।

একজন হাসান ও অন্যজনের নাম হোসাইন। মহানবী (সাঃ) তাঁদেরকে অনেক আদর করতেন। ওরা একটু কষ্ট পেলেই যেন মহানবী (সাঃ) কষ্ট পেতেন।

এক ঈদের দিন। নবী (সাঃ) তাঁর মেয়ের ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। যাওয়ার সময় ঘরের ভেতর থেকে নাতীদের কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি ঘরের ভেতর প্রবেশ করলেন। নাতী দু'টাকে কাছে এনে আদর করতে লাগলেন। মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওরা কাঁদছে কেন' মা। নবীর (সাঃ) মেয়ে বেগম ফাতেমা বললেন, পাড়ার সকল ছেলে নতুন জামা পরে ঈদের মাঠে যাচ্ছে। ওদের নতুন জামা নেই এ জন্য তারা কাঁদছে। এ কথা শুনে হযরত (সাঃ) মনে কষ্ট পেলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন, নাতীদের নতুন জামার জন্যে কি করবেন।

কথিত আছে, এমন সময় মানুষের রূপ ধরে একজন ফেরেস্তা দু'টি নতুন জামা নিয়া হাজির। তিনি এসে বললেন, আমি বেহেস্ত থেকে আল্লাহর আদেশে আপনার নাতিদের জন্য এ জামা দু'টি নিয়ে এসেছি। জামা দু'টির রং হলো একটি লাল আর অন্যটি গেরুয়া। হাসান নিলেন লালটি আর হোসাইন নিলেন গেরুয়াটি। নতুন জামা পেয়ে তাদের খুশীর সীমা নেই। নতুন জামা পরে দুভাই ঈদের মাঠে গেলেন। এত সুন্দর জামা ঐ ঈদের মাঠে আর কেউ পরে আসেনি। তখন কি আনন্দ তাঁদের মনে। খুশীতে বাগ বাগ।

www.pathagar.com

রিফাত দাদিকে জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা দাদি আল্লাহ তাদেরকে এত আদর করতে কেন?'

ওরাতো ভাল ছেলে, অন্যায় করতো না, খারাপ পথে চলতো না। এমন কি বড় হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলে নিজের জীবন দিয়ে শহীদ হয়ে যায়, রিফাতের জবাবে বলেন দাদি।

ওদের নাম বুঝি শহীদ?

হ্যাঁ, আল্লাহর পথে জীবন দেওয়ার কারণে এখন পর্যন্ত সবাই তাদেরকে শহীদ বলে ডাকে।

তা হলে দাদি আমি যদি ওদের মতো চলি, ভাল কাজ করি, সত্য কথা বলি, ফেরেস্তা আমাকে বেহেস্তের জামা দেবে না?

হ্যাঁ, দেবে, অবশ্যই দেবে।

দাদি আমি শহীদ হবো বেহেস্তের জামা পরবো।

বললেই শহীদ নাম হয়ে যাবে? শহীদের কাজ করতে হবে দাদু, তা হলে না আল্লাহ এই পুরস্কার দেবেন।

রিফাত আর দুষ্টুমি করে না, মিথ্যা বলে না, তার ইচ্ছা -তাঁর নাম হবে শহীদ। আর বেহেস্ত থেকে পুরস্কার পাবে লালজামা।

সন্ধ্যার অন্ধকার দানা বাঁধতেই রিফাত পড়তে বসে। আর তখনি মাথায় আসে রাজ্যের অদ্ভুত চিন্তা ভাবনা। ভাবনাগুলো যেন রিফাতের টেবিলের পাশে সব সময় বসে থাকে। পড়ার সময় হলেই সুড়ৎ করে তার মাথার ভেতরে ঢোকে। তারপর কিলবিল আর জট পাকানো। বেশ ক'দিন হয় নতুন একটা খেয়াল চেপেছে মাথায়। দাদির গল্প শুনার পর তার মাথায় যেন ওসব কিলবিল করছে। কথাটা আব্বুকে বলতে সাহস পায়নি। আম্মুকেও না। তাই কথাটা বাসার কাজের লোক শহীদ চাচাকেই বললো? আচ্ছা শহীদ চাচা, তোমার নামতো শহীদ হয়েছে, তুমি কি বেহেস্তি জামা পেয়েছ? দাদি বলেছেন, 'শহীদরা বেহেস্তে গিয়ে নতুন জামা পরতে পারে। তুমিতো শহীদ, আমাকে বেহেস্ত থেকে একটা লাল জামা এনে দাওনা।

শহীদ চাচা মাথা চুলকিয়ে কি যেন ভাবলো,

বললো ঃ ঠিক আছে, দিমুনে। শহীদ মিয়া একজন সহজ সরল গ্রাম্য মানুষ। রিফাতের কথা সে ভাল করে বুঝতে পারেনি। বাক্স থেকে একটা পুরানো জামা এনে রিফাতের সামনে ধরলো।

রিফাত দেখে বললো ঃ তোমাকে বলেছি বেহেস্ত থেকে নতুন লালজামা এনে দিতে, আর তুমি বাক্স থেকে বের করে এনেছো একটা পুরান জামা, এ জামা

www.pathagar.com

দিয়ে আমি কী করবো? তোমার মাথায় কিচ্ছু নেই শহীদ চাচা।

রিফাতের কথায় শহীদ চাচা ভড়কে যায়।

এবার রিফাত ভাবতে লাগলো কি করলে বেহেস্তি জামা পাওয়া যাবে। ভাবতে ভাবতে দাদির গল্পের কথা মনে পড়ে গেলো। আরে কাঁদলেইতো হয়, তা হলেইতো বেহেস্ত থেকে ফেরেস্তা এসে লালজামা দিয়ে যাবো।

চোখ কচলাতে কচলাতে বলছে, আমার একটা বেহেস্তি জামা চাই, আমার একটি বেহেস্তি জামা চাই। ভীষণভাবে কাঁদতে শুরু করলো রিফাত। সে কি কান্না। মা দৌড়ে আসলেন। আপু দৌড়ে আসলেন।

ব্যাপার কি?

আমার বেহেস্তের নতুন জামা চাই। আবার কান্না। আপু আলমারি থেকে সুন্দর একটা জামা এনে দিলো। ছুড়ে ফেলে দিলো সেটা, কান্নাও থামলো না। মা আনলেন আর একটি জামা। গতবার ঈদে কিনেছে এটা। সব সময় পরতে দেয় না এটা। কান্না দেখে এনে দিলেন সেই জামা। জেদী ছেলে ছিড়ে ফেললো জামাটা। তার বেহেস্তি লাল জামা চা-ই-চাই। কাঁদতে কাঁদতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো। জেদী ছেলে বটে! সবাই যেনো বাঁচলো। বাড়িটা ঠান্ডা হলো এবার।

কিন্তু ঘুম মানে কি সব শেষ? না, ঘুমাতে ঘুমাতে রিফাত চলে গেলো স্বপ্নপুরীতে। ওমা, একি কান্ড। রিফাত বিরাট এক মাঠের মাঝখান দিয়ে হাঁটছে। হাঁটছেতো হাঁটছেই। পথ যেন আর শেষ হয় না। এমন সময় একটা ছায়া এসে হাজির রিফাতের সামনে। চমকে গেলো রিফাত। ছায়াটি জিজ্ঞেস করলো- যাচ্ছো কোথায় খোকা?

একটু ভাবলো রিফাত। বললো, বেহেস্তের জামা আনতে যাবো।

তাই নাকি! কিন্তু তুমি যাছো কোথায় বললেনাতো।

রিফাত পড়লো মুশকিলে। তাই তো যাচ্ছে কোথায় সে?

হ্যাঁ, বুঝেছি। তুমি জানো না বেহেস্ত কোথায়। তা হলে বলছি শোন, তুমি এই রাস্তায় সোজা চলে যাবে। দেখবে একটি বিশাল রাজ্য। সেখানে ইচ্ছা করলেই প্রবেশ করা যায় না। ঐ রাজ্যে প্রবেশের দ্বার দেখতে খুব সুন্দর। স্বর্ণ অলংকার মনি মুক্তা খচিত তার দ্বার। দেখবে একজন সুন্দর মানুষ খুব পেরেশান হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সেখানে। একমাত্র তিনি সুপারিশ করলেই সেই রাজ্যের দরজা খুলে যাবে এবং তোমাকে প্রবেশ করতে দেবে। তিনি হলেন ঐ রাজ্যের মালিকের বন্ধু। তিনি বললে মালিক তাঁর কথা ফেলেন না। তুমিও তাঁর মাধ্যমে প্রবেশ করতে পারবে সেখানে। আর প্রবেশ করতে পারলে লাল জামার কি অভাব

www.pathagar.com

হবে? বেশ ভাল কথাতো। রিফাত সে দিকেই রওয়ানা করলো। কিছুদূর যেতেই সামনে পড়লো সেই রাজ্যের দরজা। দরজার সামনে একজন লোক পায়চারি করছেন। এত সুন্দর তাঁকে দেখতে। রিফাত জীবনে এত সুন্দর মানুষ আর দেখেনি কখনো। দরজার ফাঁক দিয়ে একটি চিকন সুর রিফাতের কানে এসে ধাক্কা দিলো-

খোদার পথে শহীদ যাহারা'
আমরা সেই সে জাতি
সাম্য মৈত্রী এনেছি আমরা
বিশ্ব করেছি জ্ঞাতী
আমরা সেই সে জাতি।

রিফাতের মনে আনন্দের দোলা খেলে গেলো। সে ভয়ে ভয়ে এসে দাঁড়ালেন ঐ লোকটির সামনে। লোকটি খুব আদর করে রিফাতকে জিজ্ঞেস করলেন,

কে বাছা তুমি? এখানে কি চাও ? আমি রিফাত। একটা বেহেস্তি জামা চাই।

বেহেস্তি জামার জন্য তো অনেক মূল্য দিতে হয়। আর বেহেস্তি জামাতো বেহেস্তে থাকে, তুমি কিভাবে পাবে?

শুনেছি আপনি সুপারিশ করলে বেহেস্তে প্রবেশ করা যায়। আমি বেহেস্তে যাবো। আমাকে ভিতরে ঢুকার অনুমতি নিয়ে দিন না। ভিতর থেকে আবার গানের শব্দ ভেসে আসছে-

মালেক ভাইয়ের শাহাদাতের
রক্তে রাঙা পথে
আইউব, সাব্বির, হামিদ ওরা
এসেছে এক সাথে
ওরা এসেছে এক সাথে।

এখানে তুমি কি ভাবে যাবে? এখানে তো শহীদদের স্থান। তারাইতো বেহেস্তি লালজামা পরবে। বেহেস্তে উড়ে বেড়াবে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে।

এবার অবাক হয়ে যায় রিফাত। তা হলে শহীদ কারা, একটু বলুন না শহীদ কারা? আমি তো শহীদ হতে চাই। আমি বেহেস্তে যেতে চাই। আমি বেহেস্তের লাল জামা চাই। বলতে বলতে এক পর্যায়ে রিফাত কেঁদে ফেলে, আর বিড় বিড় করে বলে, আমি শহীদ হতে চাই, আমি লালজামা চাই।

লোকটি মুচকি হেসে বলেন, 'বাহ্! বেশ সুন্দর কথাতো। তুমি শহীদ হতে চাও? শহীদ হতে পারলে তো আল্লাহতা'লা তার বিনিময়ে তোমাকে এই

www.pathagar.com

বেহেস্তখানা দিয়েই দেবেন। তখন কেমন হবে- খুব মজা, তাই না? সত্যের পক্ষে নিজের জীবনটা কোরবান করে দিলেই তো তোমার সব আশা পূরণ হয়ে যাবে। এই যে দেখোনা, যারা আল্লাহর রাস্তায় নিজের জীবন কোরবানী করেছে তাঁরা বেহেস্ত উপভোগ করছে, আর বেহেস্তি জামা পরে উড়ে বেড়াচ্ছে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে।

আমাকে একটু বেহেস্তটা দেখার সুযোগ দেবেন? আবদার করলো রিফাত।

হ্যাঁ, দেবো অবশ্যই দেবো।

সাথে সাথে রিফাত তার নাকে এত সুন্দর ঘ্রাণ পেতে লাগলো যা জীবনে কোনদিন উপভোগ করেনি। এটা হলো বেহেস্তের ঘ্রাণ। বেহেস্তে দরজা খুলে গেলো। তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো কতগুলো পরিচিত মুখ। তার ভাই শহীদ মালেক, হামিদ, সাব্বির, হামিদ সব নাম না জানা কত ভাই। বেহেস্তি লাল জামা পরে আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা বেহেস্তের ভেতর। রিফাত শহীদদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, 'ভাইয়েরা তোমরা যে শহীদ হয়েছো আল্লাহ তোমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন? সবাই সমস্বরে বললো, আল্লাহ আমাদেরকে শহীদের বিনিময়ে এই বেহেস্ত পুরস্কার দিয়েছেন। এতো সুন্দর বেহেস্ত দেখে রিফাত ডুকরে কেঁদে উঠলো। আর অমনি তার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। মা দৌড়ে এসে বুকে জড়িয়ে ধরে বলছেন, রিফাত কাঁদছিস কেন বাপ? বলনা, কাঁদছিস কেন? মার বুকে মুখ রেখে রিফাত বলছে, মা আমি শহীদ হবো। আমি মালেক, হামিদ, সাব্বির ভাইয়াদের সাথে বেহেস্তের জামা পরে উড়ে বেড়াবো।

মা রিফাতকে জড়িয়ে ধরে আদর করে বললো, তা হলে তো ভালই হয়। আমি শহীদের মা হিসেবে বেহেস্তে স্থান পাবো। রিফাতকে জড়িয়ে ধরে মা দু'হাত তুলে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলছেন, 'আল্লাহ তুমি আমাদের কবুল করো।'

www.pathagar.com

সত্য সন্ধান

খালের পাড়ে বটগাছটার নিচে বসে পাকাপাকা ঢাসা পেয়ারা চিবাচ্ছিল আনু, কালাম আর তালেব। গল্প করছিল ওরা আপন মনে। গাছের নীচে ঝরে পড়ছিল টুপটাপ দু'একটি পলাশ ফুল।

ওরা তিন বন্ধু পলাশ ঝরা ঘাসের ওপর বসে গল্প করছিল। অন্যের বাগান থেকে ডাব, কলা, পেয়ারা, লিচু চুরি করে খাওয়াই তাদের আনন্দ। এদের জ্বালায় কারোর ফল-পাকুর খাওয়ার উপায় নেই। ওদের দলনায়ক হচ্ছে মুসা। ওর বুদ্ধিতেই চলে সবাই।

থুঃ থুঃ করে মুখ থেকে চিবানো পেয়ারার ছোবরা ফেলে দিয়ে বলে উঠলো, আনু- মুসা এখনো আসছে না কেন রে? আমি আজ জবর একটা খবর পেয়েছি ভাই। মুসা এলেই বলবো কথাটা। কথাটা বের করতে না পেরে পেট আমার ফুলে উঠছে। কখন যে আসবে মুসা।

ঃ ওর রনি মামা এসেছে বাড়িতে, তাই বোধহয় পড়া ফাঁকি দিয়ে আসতে দেরি হচ্ছে। তা তোর কথাটা বলেই ফেলনা মুসা আসার আগে- বল্‌ল তালেব।

মুসা এলেই বলবো, তোকে বললে কি হবে রে হাদারাম।

আনুর কথায় ভীষণ ক্ষেপে গেল তালেব।

ঃ দেখ আনু, মুখ সামলে কথা বলিস, সব সময় ঠেস দিয়ে কথা বলা ছাড়। নইলে দেবো এক ঘুষি।

www.pathagar.com

- হাত গোটাতে লাগলো তালেব।

দু'জনকে থামিয়ে দিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে চেচিয়ে উঠলো কালাম।

ঃ আরে থামতো তোরা, আমাদের লিডার-মুসা এসে গেছে।

হাতে একটা বাটুল আর গুলতি। ঘাসের ওপর বাটুলটি ছুড়ে ফেলে একটা পেয়ারা নিয়ে চিবুতে চিবুতে বল্‌লো মুসা-

ঃ কিরে কি হয়েছে তোদের। বক্সিং শেখার মহড়া নিচ্ছিস নাকি, দেখেতো মনে হয় মোহাম্মদ আলীকেও হার মানাবি।

ঃ দেখনা মুসা, আনুর সংগ্রহে নাকি একটা খবর আছে, তা জানতে চাইলাম বলে ও আমাকে হাদারাম বলে বকলো।

তালেবের কথা শেষ না হতেই ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলো মুসা-

তালেব তুই বড় রগচটা। দুটো হাঁড়ি এক সাথে থাকলে একটু ঠোকাঠুকি হবেই। ও বল্লেই কি তুই হাদারাম হয়ে গেলি! যাক, আনু তোর খবরটা ঝেড়ে ফেলতো চটপট।

এক গাছে অনেক ডাব দেখে এসেছি। আজ ডাব খেতে হবে ভাই। বাইডি ! বেড়ে খবর এনেছিস রে, অনেক দিন ডাব খাই না। আজকে রাতেই একাজটা সারতে হবে। কার গাছের ডাবরে?

ছখন মিয়ার গাছের ডাব। ওই যে স্কুলে বাদাম-চানাচুর বিক্রি করে, সেই ছখন মিয়া?

ঃ ঠিক আছে, চল এখন যাওয়া যাক। রনিমামা আজকেই চলে যাবে, তাই-বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে পারছি না। আজ রাতেই ডাব খাওয়া হবে। কালাম তুই দড়ি আনবি, আর আনু তুই দা নিয়ে আসবি। ঠিক রাত আটটার সময় আমরা বটগাছ তলায় মিলিত হবো, কেমন?

লিডার মুসা- হিপ হিপ হুররে।

সমস্বরে চেচিয়ে সমর্থন জানালো সকলে। সেদিন রাতে তারা দা আর দড়ি নিয়ে ছখন মিয়ার বাড়িতে এলো ডাব পাড়তে। তিনজন সতর্ক পাহারায় রইলো। আর আনু দা, দড়ি নিয়ে উঠলো ডাবগাছে। দুটো গাছের সব ডাব পেড়ে গাছ থেকে নামতেই ছখন মিয়ার বাড়ি থেকে কান্নার শব্দ শুনতে পেল ওরা। কৌতূহলি হয়ে ছখনের ঘরের ভেতর ফাঁক দিয়ে ওরা দেখলো- ছখন মিয়া অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। কুপি-বাতি জ্বালিয়ে ওর বউ মাথায় পানি ঢালছে। আর ছখন মিয়ার মা পাখার বাতাস করছে। বউটা পানি ঢালছে আর কাঁদছে। ছখন মিয়ার মা বউকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো-

www.pathagar.com

ঃ কাঁদিস না বউ, কালকা যেমনে হারি ডাক্তার আনুম। আর ছখনরে ডাক্তার দেখামু। জ্বরটা যে কিল্লাই ভালা অন্না।

ঃ ডাক্তার ডাকার টেহা কনাই হাইবেন মা, আতে টেয়া-হইছা নাই, ঘরে খাওন নাই। মানুষটার কামাই রোজগার বন্ধ। কাইলকারতুন হোলা-মাইয়্যারা উপাইয়া থাওন লাইগবো। ধার-করজ দিবারও তো কেউ নাই। কান্না জড়িত কণ্ঠে বললো ছখন মিয়ার বউ।

ঃ চিন্তা করিস না বউ, উপাই একটা আছে। গাছের ডাব বেগ্নুন কাইলকা হাঁড়ি বেচি হালাইউম। ডাব বেছলে তিরিশ চল্লিশ টেয়া অইবো। তা অইলে আঁর ছখনের তালাবির টেয়া অইযাইবো। আমাগো খাওনও চইলবো।

ঃ আন্নে ভালা কতা মনে কইচ্ছেন মা। গাছের ডাবের কতাতো আঁর মনে আছিল না। ঘরের কুপিবাতির আবছা আলোতে মুসারা দেখলো, কথা বলতে বলতে ছখন মিয়ার বউ আর তার মার কান্না জড়িত বিষণ্ন মুখে ফুটে উঠেছে আশার আলো।

মুসার দয়া হলো। সে সবাইকে নিয়ে ফিরে এলো ডাবগাছের নিচে। গাছ থেকে পাড়া সবগুলো ডাব চুপটি করে ছখনমিয়ার রান্ধা ঘরের দরজার কাছে রেখে ফিরে এলো শূন্য হাতে।

সবার মুখে থমথমে নীরবতা। অজান্তে কি যেন এক পরিবর্তনের ঝড় বয়ে গেছে ওদের সবার মনে। নীরবতা ভঙ্গ করে বটগাছের নিচে এসে বসলো মুসা-

ঃ আমরা অন্যের জিনিস চুরি করে অজান্তে না জানি কতো লোকের এমনি ক্ষতি করেছি। আজ আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারছি। আমরা যা করছি তা ভাল না।

ঃ ঠিক বলেছিসরে মুসা। আমরা এসব করি বলেই কেউ আমাদেরকে ভালো বলে না। আমরা এসব আর করবো না।

ঃ ঠিকই বলেছিস কালাম। আজ থেকেই আমরা এ কাজে ইস্তফা দিলাম। আয় প্রতিজ্ঞা করি, আমরা ভাল হবো, ভাল কাজ করবো। আমরা সুন্দর জীবন গড়ে তুলবো। এখন থেকে এমন কাজ করবো যেন সবাই আমাদের ভাল বলে। কি বলিস তোরা।

ঃ আমরা রাজি।

দড়ি, দা, বাটাল, ঝোপের মধ্যে ছুড়ে ফেলে ওরা পা বাড়ালো অন্ধকার জগত থেকে আলোর সন্ধানে। সুন্দর পথে।

www.pathagar.com

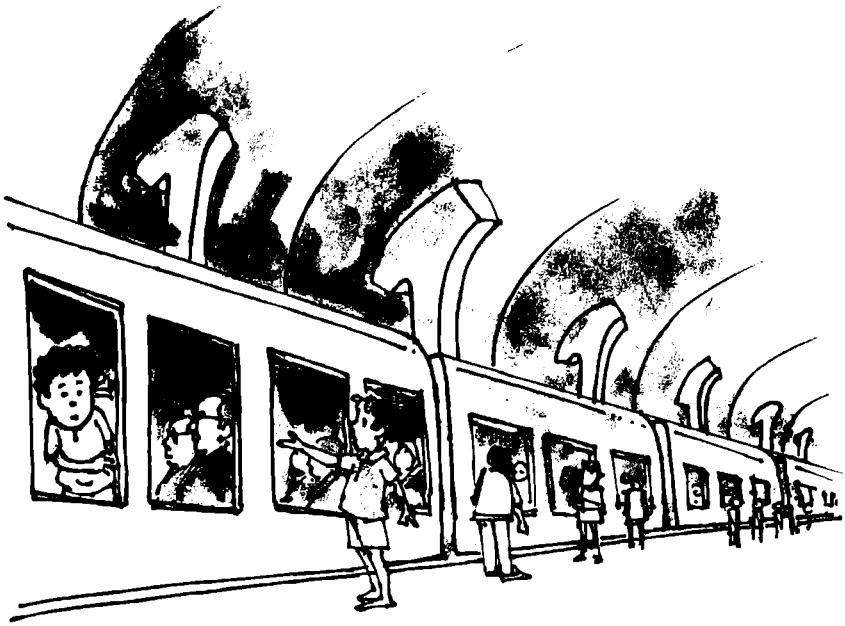

মায়ের আদর

সুন্দর একটি গ্রাম। নাম তার হাসানপুর। এই গ্রামে বাস করে দুই বন্ধু। একজনের নাম মাসুদ, আর অন্যজন সাকিব। ওদের দুজনের মধ্যে খুব ভাব। একজন অন্য জনকে ছেড়ে থাকতে পারে না। মাসুদের আব্বা গ্রামে কৃষিকাজ করে, আর সাকিবের আব্বা শহরে চাকুরী করে। সাকিব এক সময় তার আব্বা-আম্মা সহ শহরে থাকতো। কিন্তু তার আম্মার অকাল মৃত্যু হলে বাবা পুনরায় বিয়ে করে। কিন্তু সৎ মা সাকিবকে মোটেও সহ্য করতে পারতো না। বাবা অফিসে চলে গেলে হর হামেশা তাকে বকাঝকা করতো। এসব কথা বাবার কানে গেলে বাবা তাকে গ্রামের বাড়িতে দাদির কাছে পাঠিয়ে দেয়। দাদি তাকে আদর যত্ন করে বড় করে তোলে। গ্রামে এসেই সাকিবের সাথে পরিচয় হয় মাসুদের। সাকিব পড়া-শুনায় ভাল নয় কিন্তু মাসুদ পড়াশুনায় খুব ভাল। কিন্তু তবুও একজন আরেক জনের বন্ধু। বাবা বাড়ি এলে মাসুদের সাথে ঘুরতে দেখলে তাকে খুব বকা দেয়। কারণ মাসুদরা গরীব। সে ভাল জামা কাপড় পরতে পারে না। বাবা মনে করতেন

www.pathagar.com

মাসুদের সাথে ঘুরলে হয়তো সাকিব নষ্ট হয়ে যাবে। বাবার বকা খেয়েও সাকিব মাসুদের সাথে চলতো। কারণ সাকিব জানে তার গায়ে ভাল জামা কাপড় না থাকলেও সে যে ভাল ছাত্র।

মাসুদরা গরীব বলে স্কুলে টিফিন নিতে পারে না। সাকিবকে ছেড়ে তাদের গাছের আম, জাম, পেয়ারা কিছুই খায় না। অনেক সময় স্কুল ছুটি হলে মাসুদ সাকিবকে তাদের বাড়ি নিয়ে যায়। তার মা দুজনকে আদর করে কত কিছু খেতে দেয়। সাকিব যখন বাড়ি ফিরতো একা একা হাঁটতে হাঁটতে তার মায়ের কথা মনে পড়ে যেত। ভাবতো হায়রে- আমারও যদি মাসুদের মত এমন একটা মা থাকতো তা হলে আমাকে কত আদরই না করতো। অনেক সময় মাসুদের কাছে তার মায়ের কথা বল্‌লে, মাসুদ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতো, মায়ের কথা মনে হলে আমাদের বাড়ি চলে আসবি। আমার মাকে দেখলে তোর মায়ের অভাব পূরণ হয়ে যাবে। তাই সে অনেক সময় লুকিয়ে লুকিয়ে চলে আসেতো মাসুদের বাড়ি। বাবা দেখলেতো নিস্তার নেই। তিনি অনেকবার বারণ করেছেন, যেন মাসুদের সাথে না মিশে। কারণ তিনি গরীব লোক মোটেও সহ্য করতে পারেন না।

সেদিন সাকিবের বাবা শহর থেকে বাড়ি এসেছেন। সাকিবকে দাদির কাছে ডেকে এনে বলল, 'সাকিব পড়াশুনায় দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কত বারণ করেছি গ্রামে নোংরা ছেলেগুলোর সাথে না মিশতে। সাকিব বাবাকে বলার চেষ্টা করলো, আমিতো মাসুদের সাথে ঘুরি সে তো ভাল ছেলে। আমাদের ক্লাসের ফাস্টবয়। কিন্তু সাকিবের কথা শেষ হতে না হতেই বাবা ধমক দিয়ে বললো, ওসব ছোটলোকের ছেলেদের সাথে মিশতে তো আমি তোমাকে বারণ করেছি। যাক আমি ওসব শুনতে চাই না। আগামী সোমবার তোমাকে শহরে নিয়ে যাব। ওখানে ভাল স্কুলে ভর্তি করে দেব। সাকিব দাদির বুকে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো। সে যেতে চায় না শহরে। সে শহরে চলে গেলে মাসুদকে ছেড়ে থাকবে কেমন করে। সেখানে গেলেতো আর মাসুদের মায়ের মত এমন মায়ের আদর পাবে না।

বিকেল হলে সাকিব মাসুদদের বাড়ি যায়। তারপর মাসুদের হাত ধরে বললো, ভাই মাসুদ, বাবা আমাকে শহরে নিয়ে যাবে। আমি তোমাকে ছেড়ে থাকবো কেমন করে? একজন আরেক জনকে জড়িয়ে ধরলো। মাসুদ বলছে, ভাই আমাকে মাফ করে দিস। মাসুদের মা দূরে দাঁড়িয়ে তাদের জড়াজড়ি অবস্থা দেখে চোখের পানি মুছতে লাগলো। যেন তার আপন পুত্র বিয়োগের ব্যথায় বুক ফেটে কান্না আসছে। মা কাছে গিয়ে সাকিবকে জড়িয়ে ধরে বল্‌লো, বাবা তোর যখনই মনে হবে আমার কাছে চলে আসবি। আমি তোর মা। তারপর সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে

www.pathagar.com

সে আবার বাড়ির পথে যাত্রা করে। মাসুদ এবং তার মা সাকিবের দিকে তাকিয়ে থাকে। দু'জনের চোখেই পানি।

এমনি করে একদিন সোমবার চলে আসল। সাকিব তার বই পত্তর, জামা-কাপড় সব ঠিক করে নিয়েছে। শুধু বাকী মাসুদদের সাথে শেষ বারের মত দেখা করা। এক সময় মাসুদদের বাড়ির দিকে দৌড় দিল কিন্তু বাবা দেখে তাকে খুব ধমক দিয়েছে। আর কোথাও যেতে হবে না। এখনই ট্রেনের সময় হয়ে গেছে। এই বলে স্টেশনের দিকে যাত্রা করলো। পথেই মাসুদের সাথে সাকিবের দেখা হয়ে গেল। মাসুদকে জড়িয়ে ধরতে চাইলে বাবা ধমক দিয়ে নিয়ে যায়। মাসুদও তাদের পেছন পেছন রেল স্টেশন চলে আসে।

চোখের পানি মুছতে মুছতে সাকিব বাবার সাথে ট্রেনে উঠে জানালার পাশে বসলো। আর অমনি মাসুদের চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগলো। সে সাকিবের দিকে তাকিয়ে থাকলো। হাত নেড়ে বিদায় দিল সাকিবকে। কেঁদে কেঁদে মাসুদ বল্‌ল "শহর থেকে মাঝে মাঝে চিঠি লিখিস।" ধীরে ধীরে ট্রেন চলতে লাগলো। ট্রেনের জানালা থেকে মাথা বের করে সাকিব চিৎকার করে বলে, মাসুদ আবার আসবো। তুই ডাকপিয়নকে বলে রাখবি, আমি চিঠি পাঠাবো। কিছুক্ষণ পর ট্রেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

শহরে এসে সাকিবের মন মোটেও ভাল নেই। স্কুলে ভর্তি হয়েছে, কিন্তু পড়ালেখা তার মোটেও ভাল লাগে না। নতুন বন্ধুদের সাথে মোটেও মিলে না। কারণ কেউ তাকে মাসুদের মত ভালবাসে না। সবাইকে তার কাছে যেন পর বলে মনে হয়। তার মনে পড়ে যায় গ্রামের কথা। বগুমাস্টারের পাঠশালায় কত মজা করে পড়েছে। বগুমাস্টার কত আদর করতেন। ঠিকভাবে না পড়লে আদর করে চকলেট দিতেন, পড়ার জন্য বলতেন। মাসুদের সাথে স্কুল থেকে ফিরার পথে অলিবাড়ির আমগাছ থেকে কত পাকা আম পাড়তো। মাসুদ গাছে উঠতো আর পাকা আমগুলো নিচে ফেলতো। সাকিব স্কুলব্যাগ ভর্তি করে আম নিয়ে বাড়ি ফিরতো। মাসুদদের বাড়ি গেলে তার মা কত আদর করে খেতে দিতেন। মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে খাওয়াতেন। তখন তার মায়ের কথা আর মনে থাকতো না। মনে হয় কতদিন সে মায়ের পরশ পায় না। দিনের বেলায় মাসুদের সাথে ঘুরে বেড়ানো, রাতের বেলায় দাদির কোলে মাথা রেখে রূপনগরের কিচ্ছা শুনতে কত মজাইনা লাগতো। ভাবতে ভাবতে এক সময় কাগজ কলম নিয়ে বসে যায় সাকিব। আজ রাতেই মাসুদকে চিঠি লিখতে হবে।

www.pathagar.com

সে লিখছে, মা কেমন আছেরে। তিনি কি আমি এলে আমাকে আগের মত আদর করবেন তোর মা'টা আমাকে দিয়ে দেনা ভাই। তোর মায়ের মত তো আমাকে কেউ আদর করে না। লিখতে লিখতে হঠাৎ থেমে যায় সাকিব। ও ঘর থেকে বাবার গলার আওয়াজ ভেসে আসছে। সাকিব এতরাত অবধি জেগে জেগে কি করছিস। সাড়ে এগারটা বাজতে চললো। শিগগির শুয়ে পড়।

দেওয়ালঘড়িটার দিকে তাকালো সাকিব। তাইতো বেশ রাত হয়েছে। এবার ঘুমাতে হবে। তবে চলবে কেমন করে এখন ঘুমালে। চিঠি লিখা তো শেষ হলো না। লিখছে আর ভাবছে। ঘুমও পাচ্ছে। তবুও সব ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে ও আবার লেখায় মন দেয়।

এক সময় চিঠি লেখা শেষ হলো। লাইটের আলোয় ওর সাজানো সুন্দর ঘরটাকে আরও বেশী উজ্জ্বল মনে হচ্ছে। হঠাৎ করে দেওয়ালের কোণে মার ছবিটার দিকে নজর পড়ে। মনে হচ্ছে কি জীবন্ত মায়ের ছবি। মার ঘোমটা টানা মুখখানি কি মায়াময়। মার ছবির দিকে বার বার তাকায়। মার চোখ দুটো যেন ওর দিকে স্থির। মা যেন ওকে প্রাণ ভরে দেখছেন। ওর অন্তরাত্মা বলে উঠলো, "মা, মাগো, তুমি যদি বেঁচে থাকতে তা হলে আমাকে কত আদর করতে। ওর মা বেঁচে থাকতে বলেছিল, "সপ্তম শ্রেণী থেকে অস্টম শ্রেণীতে উঠলে তোকে নতুন জামা বানিয়ে দেব।" আজতো আমি অষ্টম শ্রেণীতে উঠেছি। কে আমাকে নতুন জামা বানিয়ে দেবে? আজ কে আমাকে আদর করবে। আম্মু-গো কে আমাকে জায়নামাজে বসে দোয়া করবে। তুমি কি জায়নামাজে বসে আমার জন্য দোয়া করবে না?

রাত বারটা বাজলো। মনের পর্দায় ভেসে উঠলো সাকিবের আরও অনেক ছবি। হঠাৎ দরজার দিকে তাকিয়ে দেখে, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদের মা, আর মাসুদ। হাত নেড়ে মাসুদের মা বলছে, বাবা সাকিব আমিতো তোর মা, আয় আমার কোলে আয়। আমি তোকে নিতে এসেছি। আমি তোকে আর মাসুদকে বুকে জড়িয়ে রাখবো। আমার বুক থেকে কেউ তোকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। সারা জীবন ধরে তোকে মায়ের আদর দিয়ে যাবো। আয় বাবা, আয় আমার বুকে আয়।

সাকিব মা, মাগো বলে কেঁদে উঠলো। তুমি কি আমার সাথে রাগ করেছ। মা, আমার ক্ষিধে পেয়েছে, আমাকে খেতে দাও মা। আমাকে তোমার সাথে নিয়ে যাও মা।

www.pathagar.com

মা সাকিবকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে বলে, বাছা তোর সাথে আমি রাগ করিনি। তোকে আমার বুকে জড়িয়ে ধরে রাখবো। তুই তৃপ্তির সাথে আমার বুকে ঘুমা। সাকিব আনন্দে মাকে জড়িয়ে ধরতে মা-আ বলে চিৎকার করে উঠলো। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে মা-তো নেই, তা হলে মার সাথে যে মাসুদ এলো সে কই? না, কেউ নেই।

সারা রাত সাকিবের চোখে ঘুম নেই। ভাবতে ভাবতে রাত গড়িয়ে ভোর হতে আর মাত্র অল্প কিছুক্ষণ বাকি। দূর মসজিদ থেকে ফজরের আজান ভেসে আসছে। "আস্‌সালাতু খাইরুম মিনাননাউম"। ঘরের সবাই তখনও ঘুমে। সাকিব ঘর থেকে বের হয়ে কমলাপুর রেলস্টেশন এসে পড়লো। সে আর থাকতে চায় না এই শহরে। সে চলে যাবে দাদির কাছে। যেখানে আছে তার বন্ধু মাসুদ। আর আছে মায়ের আদর। ভাবতে ভাবতে এক সময় ট্রেনে চেপে বসলো। এক সময় অনেক পথ মাড়িয়ে ট্রেন এসে থামলো হাসানপুর রেলস্টেশন।

ট্রেন থেকে নেমেই সাকিব মাসুদদের বাড়ির দিকে পা বাড়ালো। মাসুদদের বাড়ি এসে ডাক দিলো, মাসুদ, মাসুদ, আমি গ্রামে চলে এসেছি। আমি তোকে আর মাকে ছেড়ে থাকতে পারিনারে। কি ব্যাপার, যেন ভূতুড়ে বাড়ি। বাড়ির ভেতর থেকে কেউ জবাব দিল না। ও ভীষণ অবাক হলো। ঘরের ভেতর গিয়ে দেখে মাসুদের ছোট ভাই মাহফুজ ছাড়া আর কেউ নেই। সে জিজ্ঞেস করে, মাসুদ কোথায়রে? মা কোথায়? মাহফুজ কেঁদে দিল। আপনি এতদিন পরে এসেছেন। আপনি চলে যাওয়ার পর ভাইয়ার মন খারাপ হয়ে যায়। ভাইয়া প্রায় রেললাইনের পাশে গিয়ে বসে থাকতো। আপনি কবে আসবেন সময় গুণতো। একদিন সন্ধ্যায় রেললাইন ধরে বাসায় আসার সময় একটি ট্রেন-ভাইয়াকে দু'ভাগ করে চলে যায়। আমরা খবর শুনে দৌড়ে গেলাম। ভাইয়ার লাশ দেখে হঠাৎ মা বেহুশ হয়ে সেখানেই প্রাণ হারায়। বড় মাঠের দক্ষিণ দিকে তাদের দু'জনকে পাশাপাশি কবর দিয়েছে। সাকিব এই কথা শুনে কাঁদতে কাঁদতে কবরের দিকে গেল। মাসুদের কবরের উপর তার চিঠি রেখে বলছে, মাসুদ তোকে লেখা চিঠি পড় আমি কি লিখেছি। আর মায়ের কবর জড়িয়ে ধরে বলছে, মা- মাগো আমাকে আদর কর মা। তুমিনা বলেছ, আমাকে তোমার সাথে নিয়ে যাবে। আমাকে নিয়ে যাও মা, আমাকে নিয়ে যাও।

www.pathagar.com

সুবাসিত ভোর

- ঈদকার্ড। কি হবে ঈদকার্ড দিয়ে? আব্বু কড়া স্বরে জিজ্ঞেস করলেন। একটু ভয় পেয়ে যায় সাদিয়া। পাশে সোফাতে বসা আম্মু। সাদিয়ার পক্ষে কথা বলতে আম্মু মুখ খুললেন। ঈদকার্ড দিয়ে কি হয় তা বুঝি তুমি বুঝনা। একটি মাত্র মেয়ে, তাছাড়া সামান্য কয়টি টাকা, এর জন্যেও মেয়ের সাথে অত কথা বলতে হয়?

- সামান্য কয়টি টাকা? বল্‌লেই হলো, জানো টাকা এখন কত কষ্টের পথ দিয়ে আসে।

- তাই বলে মেয়ের আবদার রক্ষা করবে না?

- সাদিয়া এদিকে আসতো মা-মনি। আব্বুর ডাকে ভয়ে ভয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সাদিয়া।

- কয়টা ঈদকার্ড লাগবে আম্মু?

www.pathagar.com

- ছয়টা হলেই চলবে। জবাব দেয় সাদিয়া।

- ছ..... টা, বাব্বাহ! এতগুলো বান্ধবী তোমার? ঠিক আছে, অবশ্যই কিনে দেব। আচ্ছা বলতো, একটা ঈদকার্ডের দাম যদি হয় পাঁচ টাকা, তাহলে ছয়টি কার্ডের দাম কত?

- কেন, পাঁচ ছয় ত্রিশ টাকা।

- বাহবা, ঠিক বলেছে আমার মা-মনি। এই নাও ত্রিশ টাকা। কি- এবার খুশিতো? সাদিয়া টাকা হাতে পেয়ে খুব খুশি। যেন সাত রাজার ধন তার হাতে এসেছে। বার বার টাকাগুলো গুণছে আর বিড় বিড় করে বলছে, আব্বুটা যে কত ভাল, আম্মুটাও ভাল। আম্মু বুঝায়ে না বল্‌লেতো। আর আব্বু বুঝতেই পারতো না। তা হলে আমার হাতে এতগুলো টাকাইবা আসতো কেমন করে। তা বান্ধবীরা অনেকেই ঈদকার্ড পাঠাবে ছয়টিতো আসবেই। এর মধ্যে ৪টি তো এসেই গেছে। সে ঈদকার্ডগুলোকে নেড়ে চেড়ে দেখছে। এমন সময় বাদল দৌড় দিয়ে সাদিয়ার ঘরে প্রবেশ করলো। কিরে, এত হুড়ো-হুড়ি করছিস কেন? আপু এই নাও তোমার চিঠি। ডাকপিয়ন দিয়ে গেছে। সাদিয়া খামটি খুলে দেখছে। নিশ্চয়ই ঈদকার্ড হবে।

হঠাৎ হৈ চৈ এর শব্দ কানে এলো। সামনের বারান্দায় আজম আলী চাচার চেচামেচি শোনা যাচ্ছে। সাদিয়া এসে দেখে, আজম আলী চাচা একটি ১০/১১ বছর বয়সের ছেলের সাথে কথা কাটাকাটি করছে। আজম আলী সাদিয়াদের বাসায় কাজ করে। সে অনেক বছর আগ থেকেই আছে। এ বাড়ির মানুষদের সে এত আপন করে নিয়েছে, তাকে দেখলে কাজের লোক মনেই হবে না। তার রগটা একটু বাঁকা। খামখা যে কোনো কারো সাথে ঝগড়া লেগে যাবে। এক পর্যায়ে আজম আলী ছেলেটিকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। ছেলেটি চোখ কচলাতে কচলাতে ওঠে দাঁড়ায়। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলে, আপনে আমারে মারলেন, আমি আপনের লগে কি অন্যায় করছি। আমরা গরীব বলে আমাগো হগলতে খালি মারে। আমার টেহা দিয়া দেন। আমি আর কহনো এই বাড়িতে আইমু না। আজম আলী চাচাকে উদ্দেশ্য করে ছেলেটি বল্‌লো।

- সাদিয়ার দয়া হলো ছেলেটির প্রতি। কি হয়েছে আলী চাচা? জিজ্ঞেস করে সাদিয়া।

- দেখনা, ফকিরাপুল থেকে ছেলেটাকে এখানে এনেছি। কতটুকু পথ, সে আবার দশ টাকা চায়।

www.pathagar.com

- তোর নাম কিরে? ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করে সাদিয়া। চোখের পানি মুছতে মুছতে বলে-মায় আদর করে মানিক বলে ডাকতো। আবার মাঝে মধ্যে ডাকতো লাভু বলে। আমাগো বস্তিতে হগলতে মানিক্যা কইয়া ডাহে। ইয়ারলাই অহন হগলতের কাছে লাভু বলি পরিচয় দিই।

- তুই থাকিস কোথায়?

- টিটি পাড়া বস্তিতে থাকতাম। বস্তি ভাইঙ্গা দিলে অহন মতিঝিল কলোনী ঈদগা মাঠে থাহি। হকাল অইলে ফকিরাপুল, কলোনী কাঁচাবাজারে মেস্থির কাম করি।

- তোর আর কে আছে?

- আঁর কেউ নাই আপা। মাত্র চোড অগ্যা ভাই আছে। নাম তার আবু। গেরামেই থাহে। এক বাড়িতে কাম করে। বাপেরে আমি দেখিনাইক্যা। আমি যহন চোড তহন বাবা মরছে। মা মরছে এক বছর আগে ডাইরিয়ায়। অনেক চেষ্টা করছিলাম মায়েরে বাঁচাতে। কিন্তু টেয়া-হইচার অভাবে পারলাম না।

- তোর মার কথা মনে পড়ে না?

- মার কথা বলতেই লাভুর চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগলো। মিস্থির ঝাকাটি হাতে নিতে নিতে বলে, মার কথা মনে পড়ে না? মা থাকলে অহন এত কষ্ট অইতো?

যানেন আপা, আমাগো কেউ পছন্দ করে না। ভিক্ষা চাইলে গলা ধাক্কা দিয়া তাড়াই দেয়। গার্মেন্টসে কাজ চাইলে কয়, সরকার আইন করছে শিশুগো চাকুরী দেওন যাইবো না। বাসার কামে গেলে বিবি সাবেরা খা-লি মারে। রাস্তায় কাগজ টোগাইলে পুলিশে ধইরা লইয়া যায়। আর হগলতে দেখলেই আমাগো টোকাই কয়। যে-ই দেহে টোকাই কইয়া একটা খোঁচা দিবেই। স্থির অইয়া কোথায়ও একটু আরাম করতে পারি না। আমরা যেন সমাজের বোজা। তাইলে আমাগোরে সরকার গলা চিপ্পা মাইরা ফালায় না কেন। বলতে বলতে লাভুর চোখে পানি টলমল করতে থাকে।

- এই লেখাপড়া জানিস? জিজ্ঞেস করে সাদিয়া।

- মা থাকতে স্কুলে ভর্তি অইছিলাম। আমাগো স্কুলের নাম ছিল মুরগাঁও প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রতি মাসে সরকার আমাগো খাওনের লাইগা গম দিত, চাউল দিত। তাও আমরা ঠিক মতন পাইতাম না। ধনীর পোলারাও আইয়া বইয়া থাকতো। হেগো নাকি আমাগো থাইকাও বেশি ক্ষিধা। আর এদিকে সভাপতি সাব? তেনার তো পেট খালি কইরা খ্যামতায় আইছে। তেনার পেটও ভরতে

www.pathagar.com

অয়। আমার একটা ভাঙ্গা শ্লেট আর পুরানো ছেঁড়া বই পত্তর আছিল। বানান কইরা পড়তে পারতাম। মলিঙ্গা পুকুর হাড়ে বাঁশের কাঁঠি দিয়া মাটির মধ্যে কত লিখছি।

- আলী চাচা তোরে কত দিছেরে?

- পাঁচ টেকা দিছে। আমারে বাজারে অনেক ঘুরাইছে। কইছে পয়সা বাড়াই দিমু। অহন আমারে আরো পাঁচ টেকা দিবার কন। আমি ঈদের জামা কিনমু।

- এক টাকা দিয়ে ঈদের জামা হবে? বোকা ছেলে।

- পাঁচ টেকা জমাইছি। আরো রাইত দিন কাম করমু।

- এই অল্প বয়সে কুলিগিরি করিস, তোর কষ্ট হয় না?

- কষ্ট অইলে কি করমু? তয় ক্ষিধারতন কষ্ট একটু কম অয়। আগে কাম কাইজ করতাম না। তহন ক্ষিধায় খুব কষ্ট অইতো। জানেন আপা, ক্ষিধার কষ্ট আমার মোডেও সহ্য অয় না।

লাভুর কথা শোনতে শোনতে সাদিয়ার দুগাল বেয়ে পানি পড়ে কখন ভিজে গেছে সে টেরই পায়নি। চোখের পানি মুছে লাভুকে বলে, তুই দাঁড়া আমি আসছি। আব্বুর দেওয়া ত্রিশটি টাকা নিয়ে লাভুর কাছে ফিরে আসে। লাভুর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে, এই-যে, এখানে ত্রিশ টাকা আছে। তোর পছন্দ মতো ঈদের জামা কিনে নিস।

লাভু টাকা নিতে সাহস করলো না। সে মনে মনে বলে, আমিতো পাঁচ টেহা চাইছি।

- নে ভাই, আমিতো তোকে খুশি হয়ে দিয়েছি। তুই যে আমার বন্ধু। বন্ধু কিছু দিলে তা নিতে হয়। টাকা কয়টি নিয়ে লাভু বাজারের দিকে চলে যায়। এই টাকা দিয়ে এখনই একটা জামা কিনতে হবে। আর জমানো টাকা দিয়ে আবুর জন্য একটা জামা কিনে পাঠাবো। একেবারে টুকটুকে লাল জামা। লাল জামা আবুর খুব পছন্দ। সেবার গিরস্থের ছেলের গায়ে একটা লাল জামা দেইক্কা কইছিলো, লাভু ভাই ঢাহা শহরতুন আমার লাইগ্যা অগ্যা লাল জামা পাঠাই দিও।

এসব ভাবতে ভাবতে হাঁটতে থাকে লাভু। রেলগাড়ির বাঁশির শব্দ শুনে চমকে দাঁড়ালো। খুব উন্মুখ হয়ে রেলগাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে সে।

রেলক্রসিং এর দুপাশের রাস্তায় গাড়ি, রিক্সা, বাস সব দাঁড়িয়ে যায়। লাভুর সামনেই চকচকে নীল রং এর একটি গাড়ি। গাড়িটার জানালা দিয়ে ওরই বয়সী একটি ছেলে গলা বাড়িয়ে এদিক ওদিক দেখছে। সাদা ধব ধবে শার্ট ছেলেটির

www.pathagar.com

গায়ে। রেলগাড়ির কথা কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গিয়ে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে থাকে লাভু। কত ভাবনা দানা বাঁধে তার মনে।

নিজের জামার দিকে একবার তাকায় সে, আধা পুরানো হাফপ্যান্ট, গায়ে ময়লা একটা শার্ট। তাও আবার গায়ের মাপের চেয়ে বড়। ঐ শার্ট গায়ে হঠাৎ করে ওকে দেখলে কেমন যেন লাগে। লাভু ওসব গায়ে মাখে না। নিজের গায়ের মাপমতো শার্ট সে পাবে কোথায়। দুবেলা ভাতই জোটে না, আবার মাপমতো শার্ট।

রেলগাড়িটা এসে পড়েছে। সামনের ইঞ্জিন থেকে একটা লোক গলা বাড়িয়ে সামনের দিকে চেয়ে আছে। গাড়িটা কোথায় যাচ্ছে কে জানে। লাভুর খুব ইচ্ছা করে গাড়িতে চড়ে বাড়ি চলে যেতে। আবুর কথা মনে পড়ে। মন খারাপ হয়ে যায়। ট্রেনের চাকার শব্দে সব কিছু আড়াল করে দেয়। লাভু রেলগাড়ির লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। এক সময় সাঁ সাঁ করে গাড়িটি চলে যায়। লাভুর তন্দ্রা ভাঙে। সে খিলগাঁও বাজারে গিয়ে সুন্দর একটি জামা কিনে নেয়। যেন তার আনন্দ আর ধরে না।

ঈদের দিন। সাদিয়া নতুন জামা কাপড় পরে সাজগোজ করছে। ঠিক এই মুহূর্তে কচিকণ্ঠে ভেসে আসে, আপা, আপা-সাদিয়া বাহিরে এসে দেখে, লাভু একটা নতুন জামা পরে দাঁড়িয়ে আছে। সে এসেছে সাদিয়াকে সালাম করতে। লাভুকে দেখে সাদিয়ার আনন্দ যেন আর ধরে না। তার লাখোটি ঈদ কার্ডের আনন্দ যেন বয়ে নিয়ে এসেছে লাভুর জামায়। সুবাসিত ভোরের আলো ঝলমলিয়ে দিলো ঈদের দিনের সকালকে।

www.pathagar.com

বটতলার ভূত

মুরগাঁও গ্রাম। এই গ্রামের পশ্চিম পাড়ার বটতলায় এক সময় সাপ্তাহিক হাট বসতো। লোকে হাটের নাম রেখেছিল মুহুরীগঞ্জহাট। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে একটি বড় খাল। এই খালে প্রচুর মাছ পাওয়া যেতো। কত রঙের নৌকা চলতো এই খাল দিয়ে। বর্ষা এলে বাইদ্যারা নানা জিনিসপত্র নিয়ে নৌকা ভিড়াতো মুহুরীগঞ্জহাটে। খালের ওপর দিয়ে গড়ে ওঠে একটা পাকা ব্রিজ। এই ব্রিজের পূর্ব মাথায় খালের ওপর শরীর এলিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট এক বটগাছ। লোকেরা জায়গাটির নাম রেখেছে বটতলা। আজ আর মুহুরীগঞ্জহাট না থাকলেও বটতলা নামটি কেউ মুছে ফেলতে পারেনি।

এই বটতলায় একটি ছেলেকে প্রায় দেখা যায়। নাম তার মুসলিম। গ্রামের লোকেরা তাকে মুসা বলে ডাকে। দেখতে বেশ লম্বা। হাত-পা লম্বা লম্বা। সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। হাঁটু ভেঙ্গে কোমর বাঁকা করে ৩/৪ ভাঙ্গা দিয়ে

www.pathagar.com

দাঁড়ায়। বটতলায় একটি বর্শি হাতে নিয়ে সে সব সময় মাছ ধরে। রাতের বেলা তাকে বেশী দেখা যেতো। কত লোক যে তাকে দেখে ভয় পেয়েছে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।

একদিন মোজাম্মেল ও তার মামা তাদের নিজ বাড়ি বসন্তপুর রওয়ানা করেছে-মুরগাঁও নানাবাড়ি আসবে। বসন্তপুর থেকে মুরগাঁও প্রায় ৭/৮ মাইলের রাস্তা। বাড়ি থেকে বের হয়ে কিছুদূর এলেই মামার সেন্ডেলের ফিতা ছিঁড়ে যায়। মোজাম্মেল বললো, মামা যাত্রাতেই সেণ্ডেল ছিঁড়েছে আজকের যাত্রা শুভ হবে না। আজ না হয় বাড়ি ফিরে যাই। কাল ভোরে রওয়ানা দেবো। কিন্তু মামার তাড়ায় তা আর হলো না।

গ্রাম্য কাঁচা রাস্তা। ধুলায় হাঁটু অবধি প্যান্ট একদম সাদা হয়ে গেছে। মামার কাঁধে একটা ব্যাগ। ওর ভেতর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। আট মাইল পথ কিভাবে যাবে ভাবতেই গা চমকে উঠে তাদের। কিন্তু হাল ছাড়লে চলবে কি করে। যেতে তো হবেই।

গালগল্প করতে করতে পথ চলছিলো ওরা। মাটির উঁচু রাস্তার ওপর বাতাস আছড়ে পড়ছে। ততোক্ষণে রাতের অন্ধকার নেমে এলো। ধারে কাছে বাড়িঘর নেই। দূরে কালো ছায়ার মতো গ্রাম দেখা যায়। জনমানবহীন মাঠ। আকাশে চাঁদ। খণ্ড খণ্ড মেঘ তা ঢেকে ফেলার ষড়যন্ত্রে মেতেছে।

তারা দু'জন হাঁটছে। হাঁটতে হাটতে এক সময় বটতলার কাছাকাছি এসে পড়লো। ব্রিজের ওপর উঠে সামনে বটগাছের গোড়ার দিকে তাকাতেই ধক করে উঠলো ওদের বুকের ভেতর। মোজাম্মেল, মামা ওটা কি বলে মামাকে জড়িয়ে ধরলো। ভূতের মত কি যেন সটান হয়ে বটগাছটা হেলান দিয়ে চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে আছে। মুসলিম মশার কামড়ে নড়ে উঠে। কিন্তু মুখ দিয়ে কোন কথা বলে না। ভয়ে মনটা চুপসে গেলো। শরীর দিয়ে ঘাম বেরুতে লাগলো। আশেপাশে কোন বাড়িও নেই যে কাউকে ডাকবে।

মোজাম্মেল বললো, এটা ভূতই হবে। মনে হয় এই বটগাছেই থাকে। কি-প্রথমেই বলিনি আজ বিপদ রয়েছে? যা হোক সাহস করে হাঁটতে লাগলো ওরা। মোজাম্মেল কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো, ভূত বাবাজি আমি কিছু করিনি যা করেছে মামাই করেছে। আমি ওকে না আসার জন্য বারণ করেছি। সে আমার কথা শোনেনি।

www.pathagar.com

মামা মোজাম্মেলের হাত চেপে ধরে বলতে গেলে টেনে-হেঁচড়ে বটতলা পার হতে লাগলো। এদিকে ভূতটি নড়েচড়ে ওঠে বলে উঠলো- "কাকু হারই যান। আঁই এ না। ডরান কিল্লাই"। এতক্ষণে মোজাম্মেলের দাঁতে দাঁত লেগে গেছে। তাকে কাঁধে নিয়ে মামা কোন মতে বাড়ি গিয়ে পৌছলো। বাড়ি গিয়ে বলতেই সবাই হ্যারিকেন নিয়ে বটতলায় এলো। দেখে খোনার বাড়ির আম্বর আলীর ছেলে মুসা। বটগাছের নীচে হাঁটু গেঁড়ে বসে আছে। লোকজন দেখে ৩/৪ ভাঙ্গা দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। একজন গিয়ে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিলো তাকে। সে কাঁদতে কাঁদতে বলে ওঠে। আঁরে মারেন কিল্লাই, আঁই কিচ্ছি।

গ্রামের উত্তর পাড়ায় মুসারা থাকে। মুসারা মানে মুসার ছোট এক ভাই ও বোন। মুসার বাপ নেই। মা মারা গেছে তারও আগে। বছর দুয়েক আগে হঠাৎ চার দিনের জ্বরে যখন তার বাপ মারা যায়, তখন মুসার বয়স আট।

তারপর শুরু হয় তাদের দুঃখের জীবন। জমি-জমা ওদের কিছুই নেই। মুসার বাবা পরের-জমিতে কামলা খাটতো। কিন্তু বাবা মারা যাওয়ার পর খুব কষ্টে পড়লো ওরা। তাই তাকেই ভাই-বোনের দিকে তাকিয়ে সংসারের হাল ধরতে হলো। সে মাছ ধরে করিম সওদাগরের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বিক্রি করে। কখনো কখনো লাকড়ি কুড়িয়ে নিয়ে যায় গফুরের চা দোকানে। যখন একেবারেই কোন আয়-রোজগার হয় না তখন হাত পাতে অন্যের কাছে। এভাবে ভাই-বোন দু'টিকে নিয়ে চলে তাদের সংসার।

পরদিন সকালবেলা। মুসা তার ছোট ভাই কালাকে নিয়ে বাঁকা হয়ে কাসেমের চা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। রাতে মার খেয়ে বাড়ি ফিরেছে বলে মাছ ধরতে না পারায় আজ আর পকেটে একটা টাকাও নেই। খিদে পেট চোঁ চোঁ করছে। রাতে দু'খানা শুকনো রুটি পেটে পড়েছিল। সকালে এখন পর্যন্ত কিছুই খায়নি। কাসেম মিয়া বিরাট এক তাওয়ায় পরটা ভাজছে। দু'ভাই তাকিয়ে আছে ওদিকে। ভাজি দিয়ে পরটা খাওয়া খুব পছন্দ তার।

এমন সময় করিম সওদাগর ডাক দিলো একটা বস্তা নিয়ে দিতে। মুসা এগিয়ে গেলো ওদিকে। কিন্তু তার আগেই পৌছে গেলো ছদরিয়া। মুসা কাছে গিয়ে বলছে, সওদাগর, আঁরেনি বোলাইছেন। ছদরিয়া ভেংচি কেটে বললো, তোরে 'ন, আঁরে বোলাইছে। তোরে বোলাইলে কি অইবো? নিজের গতরটা লই হাঁটতে হারছ না, আবার বস্তা ধরবি। মুসা করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো করিম সওদাগরের দিকে।

www.pathagar.com

গফুরের চা দোকানে বসে আছে গ্রামের মেম্বার সাহেব। হাত পাতলো মুসা। মেম্বার সাব আঁরে অগগা টেঁয়া দেন। মেম্বার সাব আটআনা পয়সা বের করে দিলো। আডানা, নিজের অজান্তেই বেরিয়ে গেলো মুসার মুখ থেকে। অগ্গা টেঁয়া হুরাই দেন মেম্বর সাব। মেম্বার সাহেব রাগ হয়ে গেলো, কি কস? এক টাকা? টাকা কি গাছে ধরে। অমনি চা দোকানদার গফুর মিয়া ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলো দোকান থেকে। মুসা দোকানের বাইরে কাত হয়ে পড়ে গেলো। করুণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকলো। আর এদিকে তার চোখ থেকে পানি পড়তে লাগলো।

ঐ পথ দিয়ে মোজাম্মেল বগু মাস্টারের মক্তব থেকে পড়া শেষ করে বাড়ি ফিরছে। হঠাৎ গফুর মিয়ার দোকানের দিকে তাকাতেই মুসাকে তার চোখে পড়লো। তার মনে পড়ে গেলো বগু মাস্টারের অনেক উপদেশের কথা। এতিমকে ভালোবাসবে। এতিমের গায়ে হাত বুলাবে।তুমি নিজে খেলে প্রতিবেশীকে খেতে দিলে না তাহলে মোমিন হতে পারবে না। নানা বাড়ি আসার সময় মায়ের দেয়া দশটি টাকা এখনো তার পকেটে আছে। তার দয়া হলো। সে পকেট থেকে দশটি টাকা বের করে মুসার হাতে দিলো। আর বললো, ভাই এ টাকা দিয়ে কিছু কিনে খাও। ভিক্ষা করো না ভাই। কাজ করে খাও। এটা আমাদের নবীর শিক্ষা।

www.pathagar.com

চোখের পানিতে ঈদের খুশি

তরু ভীষণ রোগা। রোগা লোকেরও গায়ে জোর থাকে। তরুর তাও নেই। সে যে রোগা, দুর্বল। এই রুগ্ন শরীরের জন্যে তরু কত মার খায়। যখন যার ইচ্ছে হয়, দোষ করুক আর না-ই করুক সবাই তারে মারে। রাস্তায় কেউ যখন কারো সাথে দেখা হয় তখন জিজ্ঞেস করে, "কি কেমন আছ, ভাল তো" ? আর যখন তরুর সাথে দেখা হয় তখন? তখন তার পাওনা চাটি, চড়-থাপ্পর, ঘুষি।

এই তো সেদিন তার ছোট ভাই সাকিব তাকে এমন ঠেলা দিলো যে, পড়ে গিয়ে তারমাথাই ফেটে গেলো। মাথা ফাটলো তরুর অথচ উলটো সবাই তারই দোষ দিতে লাগলো। এতটুকু পিচ্চি ছেরার ধাক্কায় পড়ে যেতে হয়? ইচ্ছা করেও কিছু করিস, ছি ছি ছি? কিন্তু সে কি করবে? সে যে রোগা, দুর্বল ! তাই পাড়ার ছেলে, স্কুলের ছেলে সবাই তাকে রোজ মারে? একদিন না মারলে ওদের যেন ভাতই হজম হয় না।

তরু ক্লাস ফাইভে পড়ে। ক্লাসে স্যার রচনা লিখতে দিয়েছেন। "তুমি বড় হয়ে কি করতে চাও" তোমার মামার চিঠির উত্তরে তাঁকে জানাও।" তরু লিখেছে "বড় হয়ে আমি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবো, সবল হবো। আমাকে যেন আর কেউ মারতে না পারে।" কিন্তু এই পর্যন্ত লিখে আর সাহস হলো না, কেটে দেয়। কারণ ক্লাসের ছেলেরা শুনলে যদি তাকে আরো মারে। ওরা যদি বলে, তুই

www.pathagar.com

আমাদের ওপর বদলা নিতে চাস! তাই কেটে দিয়ে লিখলেন- বড় হয়ে আমি ডাক্তার হবো, মানুষকে সুস্থ- সবল করে তুলবো। যেন দুর্বল হয়ে বন্ধুদের মার খেতে না হয়।"

নাঙ্গলকোট বাজার থেকে চার মাইল দক্ষিণে তরুদের বাড়ি। তারা খুবই গরীব। বাবা রিকসা চালান। নাম তার তালেব। ইস্টিশনে তালেব ডেরাইবার বলে সবাই ডাকে। একসময় তালেব ডেরাইবারের খুব নাম ছিলো। তার রিকসায় ছাড়া কেউ চড়তোই না। তার রিকসাও ছিলো নতুন। সবাই বলতো, তালেবের পঙ্খীরাজ এখন আর আগের মতো নেই। তালেবের রিকসা যেমন পুরানো ঝরঝরে তেমনি তার বয়সও হয়েছে। এখন আর কেউ তার রিকসায় উঠতে চায় না। দু'একজন চড়লেও নানা কথা বলে। নিজে জোরে চালাতে পারো না সাথে ছেলেকে তো নিয়ে আসতে পারো। ছেলে পেছন থেকে ঠেলে দিলেই তো জোরে চলতো। বাবা যখন বলে, ওগো স্কুলে পড়ে। তখন শুনতে হয় টিটকারি। হ, পোলারে জজ-ব্যারিস্টার বানাইবানি। তালেবও পোলারে পড়াইতে চান না। বারবার পড়া ছাড়ার নোটিস দেন- "এ বছর আর তোকে স্কুলে যেতে হবে না। অহন থাইকা হারু মিয়ার লগে হাটে যাবি, অন্তত ১০/১৫ টেকার কামতো অইবো।" এ কারণে স্কুল থেকে ফিরে তরু মাঝে মধ্যে হারু মিয়ার সাথে হাটে যায়।

হারুমিয়া কাঁচামালের ব্যবসায়ী, সম্ভর্কে তরুর চাচা। বড়ই কৃপণ। কিচ্ছু কিনে খেতে চায় না। এইতো গত রমজানে তরু হারুমিয়ার সাথে গেছে কানকির হাটে কাঁচামাল নিয়ে। সারাদিন রোজা রেখেছে হারু। তরুও রোজা রেখেছে। রুগ্ন হলে কি হবে। সে রোজা ভাঙ্গে না। মা বলেছেন, রোজা না রাখলে আল্লাহ গুনাহ দেবে। তোমার বয়স তো সাত বছরের বেশি। মায়ের উপদেশ তরু পালন করে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। হাটে সব মানুষ ইফতারী নিয়ে ব্যস্ত। তরু বারবার হারুচাচার দিকে তাকায়। চাচা জিজ্ঞেস করে, কিরে বারবার কি দেহস? চাচা ইফতারী কিনবা না? না লাগবো না, ইফতারী লগে লইয়া আইছি। ততোক্ষণে সময় আরো ঘনিয়ে এসেছে। তরু আবার জিজ্ঞেস করে, চাচা ইফতারী কই? সময় তো বেশি নাই। হারু তরুর মাথায় একটা চাটি মেরে বলে, কইছি না ইফতারী আছে, অত বকবক করস কিল্যাই। তারপর হারুমিয়া মাচান ঘরের চালা থেকে একটা মাটির সানকি নিয়ে হনহন করে চলে যায়। তরু লুঙ্গির প্যাচে রাখা চিরাফাটা টুপিটা খুলে মাথায় দেয়। বসে আছে হারু চাচার অপেক্ষায়। মুখ শুকিয়ে আসছে বারবার। রোজা রেখেছে। আবার সে রুগ্ন।

www.pathagar.com

হারু চাচা এক সানকি পানি নিয়ে হাজির। এবার কোমরে লুঙ্গির পেঁচে রাখা একটা কাগজের পুটলি বের করলো। এর ভেতর রয়েছে এক টুকরো আখাইগুড়। এক সানকি পানিতে কচলায়ে নিলেন। ততক্ষণে মসজিদ থেকে আযানের ধ্বনি শোনা গেল। তরু জিজ্ঞেস করে, চাচা ইফতারি আনবা না? হারুমিয়া এক ধাক্কা দিয়ে বলে, পোলা তুই বেশি কতা কস। এই বলে একটানে সানকির অর্ধেক পানি খেয়ে বাকি অর্ধেক তরুকে দিলো। খা, এইডা তো মজার ইফতারি। বাইত যাই ভাত খাবি, বুঝলি ! তখন থেকে তরু আর হারু চাচার সাথে হাটে যায় না। মা বলেছেন, ইফতার খাওয়া ছোয়াবের কাজ। হারু এত কৃপণ ইফতারী পর্যন্ত কিনে খায় না।

সংসারে খুব অভাব। বাবা নিয়মিত চাউল-ডাউল আনতে পারে না। মা- ছোট ভাইবোনদের খুব কষ্ট। গায়ে জোর যেমনই থাকুক একটা নতুন রিকসা যদি সংগ্রহ করতে পারতো। পাশের বাড়ির একরাম সাহেব ফেনীতে থাকেন। ধনী মানুষ। টাকা পয়সার অভাব নেই। বাবা তরুকে তার সাথে দিয়ে দিলেন। বললেন, সম্ভব হলে আমারে একটা নতুন রিকসা কিন্যা দিয়েন। তরু আপনার বাসায় কাম কইরা শোধ কইরা দিবো। একরাম সাহেব এতে রাজি হয়ে বললেন, ঠিক আছে, ঈদে এলে তোমাকে একটা নতুন রিকসা কিনে দেবো।

তরু এখন ফেনী শহরে। নতুন পরিবেশ। রোগা বলে কেউ তাকে পছন্দ করে না। যে পারে এক গুতা মারে। এখানে এসে আর তরু রোজা রাখতে পারে না। ঠিকভাবে খাওনও পায় না। খালি বলে কাজ কর, কাজ কর। রোজা রাখা লাগবে না। তা হলে তো কাজ করতে পারবি না। তুই যে রোগা। কিন্তু একরাম সাহেব ঠিকই তাকে আদর করে। সবাইকে বুঝায়।

কাল ঈদ। একরাম সাহেব বাসার সবার জন্য নতুন জামা কাপড় ক্রয় করেছে। তরুর জন্যও কিনেছে। কিন্তু তরুর মনে আনন্দ নেই। বাবা-মা, ছোট ভাইবোনদের কথা বারবার মনে পড়ে। মনে পড়ে, নিজের স্বপ্নের কথা। লেখাপড়া শিখবে। বড় হবে। কিন্তু তা বালির বাঁধের মতো ভেসে গেছে। তরু জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। আকাশ দেখে। মনে মনে বলে, আমাগো নাঙ্গলকোটের আকাশের সাথে ফেনীর আকাশের কোন তফাত নেই। তবে তফাত হলো শহরের। আমাগো গেরামের মানুষের মতো এখানকার মানুষ অতো ভাল না। সবাই তারে মারে, কান টানে। সে যে রোগা। কত ভাবনা মনের ভেতর কিলবিল করে। না আমি থাকুম না। কালই বাইত চলি যামু। বাবার কথা মনে পড়ে। বাবা হয়তো ইস্টিশনে রিকসা লাগাইয়া বইসা আছে। চট্টগ্রাম মেইল পর্যন্ত বাবা ইস্টিশনে থাহে।

www.pathagar.com

তরুর শরীরটা আরো দুর্বল হয়ে গেছে। সারাদিন অনেক কাজ করেছে। বিছানায় পিঠটা এলিয়ে দিলো। চোখ বুজে আসছে। তন্দ্রা জড়ানো চোখে তখনও ঘুম আসেনি। হালকা ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখে একটা নতুন রিকসা। একরাম সাহেব দিয়েছেন এই নতুন রিকসাটি। বাবা সে রিক্সার গায়ে হাত বুলাচ্ছে। তারপর আর সে কিছু দেখতে পেলো না। রাত প্রায় শেষ। ভোরের আযান ভেসে আসছে। চারদিকে পাখির ডাকাডাকি। তরুর ঘুম ভেঙ্গেছে। তরু নামাজ পড়বে। আজ যে ঈদ।

হেমন্তের ভোরের হাওয়ায় গাছের পাতা দুলছিল। সকালের কোমল রোদ মেলে দেবদারু গাছগুলো যেন অতিরিক্ত সবুজ হয়ে আছে। বকুল গাছের পাতার আড়ালে ডেকে যাচ্ছে একটা কোকিল। তরুকে দোকানে পাঠিয়েছে মেম সাহেব। রেলগেটের পাশে দোকান যায় তরু। রেলগাড়ির বাঁশির শব্দ কানে লাগলো তরুর। সিলেটগামী জালালাবাদ ট্রেন। চট্টগ্রাম থেকে আসছে। সিগনাল না পড়াতে রেলগেটে ট্রেনটি থেমে গেলো। তরু আনমনা হয়ে গেলো। ট্রেনে চড়ে বসলো। সে বাড়ি চলে যাবে। আজ ঈদের দিন। বাড়ি না গেলে মা কাঁদবে।

যথাসময়ে ট্রেন নাঙ্গলকোট স্টেশন এসে থামলো। তরু বাবাকে খুঁজছে। ঈদের দিন তো বাবা স্টেশনে থাকে। বাবার রিকশা ভাঙ্গা হলে কি হবে। ঈদের দিন ভাঙ্গা রিকসার ভাড়াও কম নয়। পাশের বাড়ির করিম চাচা তরুকে ডাকে পেছন থেকে। তরু ও তরু। দাঁড়া, তোর বাবা আজ আহে নাই। হের অসুখ অইছে। আমার রিকসায় উঠো। তোমারে বাড়িত লইয়া যামু।

তরু কালুর রিকসায় উঠে বসলো। কালু ভোরে ভোরে তরুকে বাড়ি নিয়ে এলেন। বাড়ি এসে দেখে তার বাবার শরীর সাদা চাদরে ঢাকা। তরু সবার মুখের দিকে তাকালো, কেউ কথা বলছে না। মা কাছে এসে তরুকে জড়িয়ে ধরলো। বললো তরু, তোর বাবা-বলেছে "একরাম সাহেব আমাকে একটা নতুন রিকসা কিনে দেবেন। কাল সকালেই আসবে আমার সেই রিকসা।"

ঈদের দিন। মানুষ চলেছে ঈদগাহে। আর স্ট্যান্ডের সবকটা রিকসা চলেছে সারি বেঁধে। আগে চলেছে তালেব মিয়ার লাশের খাটিয়া। ফুলে ফুলে সাজানো ওই খাট কাঁধে নিয়েছে তারাই, যারা এতদিন বসতেন তালেব মিয়ার রিকশায়। আর রিকসা টানতো তালেব মিয়া। এর মধ্যে তরু কতবার যে মাটিতে পড়েছে। তার তো শক্তি নেই। সে যে রোগা। তবু হাঁটছে। চোখ বন্ধ করলো তরু। কে যেন বলছে, তরু ভয় পাসনে বাপ। সাহস রাখিস।

তরু তখন আর চোখ খুলতে পারে না। তার দুই চোখে যেন কান্নার বান। তরুর চোখের পানিতে ঈদের খুশি ম্লান হয়ে যায়।

www.pathagar.com

সাদিয়ার লাল জামা

শেষ পর্যন্ত ছেলেমেয়ের আবদার মেনে নিলেন রফিক। ওদের আবদার এবার গ্রামে যাবে। গ্রামেই ঈদ করবে। বাবা রফিক এই আবদার মেনে নিতে পারছিলেন না। কারণ তিনি হিসাব করে দেখেন সামান্য এই টাকা খরচ করে গ্রামের বাড়ি গেলে সারা মাস না খেয়ে থাকতে হবে। তাছাড়া ঋণ করে তা শোধ করবেন কিভাবে!

রফিক একজন লেখক। সবাই কবি বলে জানে। বিভিন্ন পত্রিকায় লেখালেখি করে যা পান তা দিয়ে কোনমতে চলে তাঁর অভাবের সংসার। তার এক ছেলে এক মেয়ে। সাইফ আর সাদিয়া। সাইফ বড় আর সাদিয়া ছোট।

গত কয়েক বছর পরিবারের কেউ গ্রামের বাড়িতে ঈদ করেনি। কোথাও যেতে হলে তো একটা ছোট-খাটো বাজেটের প্রশ্ন আসে। অন্তত মা'র জন্য তো একটা কাপড় নিতে হবে। তাছাড়া সাদিয়া বারবার নতুন জামার জন্য বিরক্ত করছে।

www.pathagar.com

অবশ্য সাইফ বলেছে, বাবা আমার নতুন জামা কিনা লাগবে না। সাইফ এখন একটু বড় হয়েছে। সে বাবার কষ্ট বোঝে। সাদিয়া তো ছোট। এখনো তার বুঝার বয়স হয়নি। ফলে সে শুধু শুধু বাবাকে বিরক্ত করে। বাবা সাদিয়াকে খুব ভালবাসে। ফলে তার আবদার রক্ষা না করে নিস্তার নেই।

সেই ত্রিশ বছর আগে গ্রাম ছেড়েছেন রফিক। তারপর খুব একটা গ্রামে যাওয়া হয় না। শুধু বাবার মৃত্যু সংবাদ শুনে গিয়েছিলেন। তাও তিনদিন পর আবার চলে এসেছেন। এই শহরে যারা বসবাস করছে তাদের বেশিরভাগ লোক গ্রাম থেকে এসেছে। কিন্তু সবাই দালানে বাস করে। ফলে অনেক টাকা বাসা ভাড়া বাবদ খরচ হয়ে যায়। গ্রামে যারা ছন-টিনের ঘরে বাস করে তাদের কি রাতে ঘুম হয় না? হয়। হয়তো বৃষ্টি এলে ভাঙ্গা চালের ছিদ্র দিয়ে পানি পড়ে ঘরে। আর শহরে যারা বিল্ডিং-এ থাকে, ঝড় বৃষ্টি হলে একটা পাতলা চাদর টেনে নাক-মুখ ঢেকে আরামে ঘুমায়।

তবু সব মানুষের অতীত আছে। রফিক সাহেবেরও অতীত ছিল। তিনিও যে গ্রামের মানুষ। একদিন ঘুম ভাঙতো পাখির গানে আর মসজিদের মিনার থেকে ভেসে আসা আযানের শব্দে। তারপর মধুমতির কিনারে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। তালপিয়ালের বনে পাখিদের সাথে কথা বলতেন। ঘাসফুল আর লটকন জবার সাথে ভাব জমাতেন। মধুমতির পানিতে সকালবেলায় চিকচিকে রোদের ঝিলিক তার মনটাকে নাড়া দিত। নদীর কূল ঘেঁষে হাঁটতেন। এক সময় নদীতে নেমে আরাম করে গোসল করতেন। সাঁতার কাটতেন। ফলে মনটা গ্রামে টানে। দু'নয়নে গ্রামটাকে দেখতে মন চায়।

এ নিয়ে চিন্তিত রফিক। হিসাব মিলাতে পারছেন না। আসা-যাওয়ায় কম করে হলেও এক হাজার টাকার প্রয়োজন। তার ওপর আনুশঙ্গিক খরচ। রফিক সাহেব নিজেও অসুস্থ। একটু চিন্তা করলেই রক্তচাপ বেড়ে যায়। চিন্তা তো এমনিতেই চলে আসে। কারণ সামান্য লেখালেখির টাকা দিয়ে তো আর সংসার চলে না। সারাদিন খাটুনির পরও মাস শেষে ঘাটতি পূরণ করতে পারে না। আজও টাকার জন্য ওষুধ কিনতে পারেনি। বাকি নেবার দোকানটাও বন্ধ। ফলে রক্তচাপ অনেক বেড়ে গেছে। যতক্ষণ রাজুদের সাথে ছিলো ততক্ষণ কিছুটা ভাল লেগেছে। বাড়ি ফিরতেই আবার সব চিন্তারা গিজগিজ করে ধরেছে। ফলে শরীরটা বিছানায় এলিয়ে দিল।

www.pathagar.com

চোখে ঘুম নেই। গ্রামের অনেক স্মৃতি মনে পড়ছে। মনে পড়ছে মরহুম বাবা, মা আর ছোটবোন ফাতেমার কথা। ফাতেমার কথা মনে পড়তেই চোখ থেকে দু'ফোঁটা নোনাপানি গড়িয়ে পড়লো।

সেদিন ছিলো ধুলোটে আকাশ। ঠিক মাথার ওপর সূর্য। বাইরে প্রচণ্ড রোদ। তাকানো যায় না। চোখ জ্বালা করে। ছোটবোন ফাতেমা বিছানায় শুয়ে তাকিয়ে আছে। অসুখী এক চেহারা। দু'টো চড়ুই দরজার সামনে বেশ লাফালাফি করছে। চড়ুই পাখির মতোই দুরন্ত ছিলো ফাতেমার মন। এ পাড়া ও পাড়া কত ঘুরে বেড়িয়েছে। আজ সে বড় একা। অসুস্থতার কাছে সে বন্দী। ধুলো-মাটি মাখানো শরীর নিয়ে বাবা এলেন মাঠ থেকে। গরু দু'টো গোয়াল ঘরে বেঁধে ঘরের কোণায় আমগাছটার নিচে এসে বসেন। মা আগেই গামলার পানিতে খড় ভিজিয়ে রেখেছিলেন। খানিক বিশ্রাম নিয়ে গায়ের গেঞ্জিটা খুলে রাখেন। কাঁধে একটা লুঙ্গি আর গামছা ফেলে নদীতে চলে যান গোসল করতে।

মা রান্নার কাজ সেরেছেন অনেক আগেই। ঘর দুয়ার ঝাড়ু দেওয়াও শেষ হয়ে গেছে। মাটির কলসটা হাতে নিয়েছেন মা। গোসল করতে যাবেন। এ সময় রফিক ঘরে ঢুকেছেন। কাঁধে ঝুলানো একটি ব্যাগ। দু'মাস পরে বাড়ি আসা। সে মাগুরা শহরের একটি কলেজে পড়ে। রফিককে দেখে ফাতেমা চিৎকার করে ওঠে। ভাইয়া তুমি আইছ!

রফিক ফাতেমাকে আঁকড়ে ধরে। তোর চেহারা এমন হইছে ক্যানরে ফাতু? জিজ্ঞেস করে রফিক। ফাতেমা উত্তর করে না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। ফাতেমার শরীরে ঘাম জমে আছে। কিন্তু তখনো তার শরীরে প্রচণ্ড জ্বর।

বাবা গোসল সেরে এসেছেন। ভালমন্দ জিজ্ঞেস করে রফিককে নিয়ে খেতে বসেছেন। চোখের কোণে পানি চিক চিক করছে। কান্না চাপতে না পেরে বাম হাতে লুঙ্গি দিয়ে চোখ মোছেন। রফিক বাবার কান্নার ভাষা বুঝতে পারে। টাকার জন্য ফাতেমার চিকিৎসা করতে পারছেন না। বাবার দিকে তাকিয়ে রফিক বলে, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না বাবা। ফাতুর অসুখ সেরে যাবে। আমার কাছে পাঁচ'শ টাকা আছে। আমি টিউশনি করে পেয়েছি। আমার আজকে আসার ইচ্ছা ছিলো না। হঠাৎ সবার কথা মনে পড়ে গেলো। সেদিন স্বপ্নে দেখি, ফাতু আমাকে বলছে, ভাইয়া তুমি নাই দেখি বাপজানের খুব কষ্ট হচ্ছে। তাই আর থাকতে পারলাম না। চলে এলাম।

www.pathagar.com

রফিকের কথা শুনে বাবা-মার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে। ফাতেমা বিছানায় শুয়ে উদাস দৃষ্টিতে সেই দৃশ্য দেখে। তারপরও বলেঃ ভাইয়া একটা কথা বলবো-

ঃ কি বলবি বল।

ঃ আমার না নতুন জামা পরতে ইচ্ছা করছে। এবার ঈদে একটি নতুন জামা কি না দিবা। রফিকের প্রতিউত্তরে কিছু বলার আগেই ফাতেমা মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে ওর শরীর। রফিক পায়ের নিচ থেকে ভারী কাঁথাটা টেনে ফাতেমার গায়ে জড়িয়ে দেয়।

এক সময় বিকেল গড়িয়ে সাঁঝ নেম আসে। ছাই রং আকাশে। সূর্য লাল আভা ছড়িয়ে চোখের অন্তরাল হয়েছে। দূরের পাখিরা ঘরে ফিরে যাচ্ছে। বাইরে মায়াবী জোসনা। নীরব প্রকৃতি। মানুষজনেরও কোন সাড়াশব্দ নেই। উঠোন দিয়ে শেয়াল দৌড়ে যাওয়ার শব্দ হয়। ঝিঁ ঝিঁ পোকার তেমন ডাক শোনা যাচ্ছে না। রাত কত হবে সঠিক করে বলা মুশকিল। চাঁদ কিছুটা পশ্চিমাকাশে হেলে গেছে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো ঘরে ঢুকছে। মা ফাতেমার মাথায় পানি ঢালছেন। রফিক বসে আছেন ফাতেমার পাশে। হঠাৎ জোরে নিঃশ্বাস ছাড়ে ফাতেমা। সেই সাথে বড় বড় চোখ করে পা খিঁচুতে থাকে। মা কাঁদছেন। বাবা পাশে দাঁড়িয়ে। রফিক দৌড়ে যায় ডাক্তারবাড়ি। উঁচু-নিচু জমির মাঝখান দিয়ে ছুটে চলেছে। স্নিগ্ধ বাতাস এসে হোঁচট খায় রফিকের নাকে-মুখে। মাঝে মাঝে শক্ত মাটির ঢেলায় পা ফসকে যায়। তবু দৌড়ে ছোটে। আকাশে হালকা মেঘ। বাতাসে ভেসে বেড়ায় আর চাঁদের সাথে লুকোচুরি খেলে। অন্যদিন হলে রফিক আকাশের দিকে তাকিয়ে খেলা দেখতো। কবিতা লিখতো। উঁচু-নিচু জমি পেরিয়ে রফিক বড় রাস্তায় উঠে। হাঁপাতে হাঁপাতে রফিক ডাক্তার নলিন বাবুর বাড়ির উঠানে পা রাখে। একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ছুটে আসে। ঘরের ভেতর থেকে বুড়ো মানুষের গলার আওয়াজ। নলিন দেখতো বাইরে কুত্তাডা এমন ঘেউ ঘেউ করছে কেন? চোর আইছে নাকি? রফিক উত্তর দেয়, চোর না। আমি গোপালনগরের রফিক। নলিন দা আছেন? আমার বোনের খুব অসুখ, আমার সাথে একটু যেতে হবে। ঘরের ভেতর থেকে নলিন বাবুর জবাব, না বাবু এত রাতে আমি যেতে পারবো না। রফিক গোঁখরা সাপের মতো ফুঁসতে থাকে। সারা শরীর রি-রি করে। এই গ্রামে একটাই ডাক্তার। তাও তাকে প্রয়োজনে পাওয়া যায় না। রফিক অসহায় হয়ে বাড়ির পথে ছুটলো। বাড়ির কাছাকাছি এসে তীক্ষ্ণ কান্নার শব্দ শুনতে পায়। ও বুঝতে পারে ফাতেমা আর নেই।

www.pathagar.com

এমন ধরনের কত স্মৃতিই না রফিকের মনে পড়ছে। রাতও অনেক হয়েছে। চোখে ঘুম নেই। মাথা এবং ঘাড় টনটন করছে। রক্তচাপ আরো বেড়ে গেছে। মনে মনে ভাবে, শরীর এমন খারাপ করলে সকালে বের হবে কি করে। তবু যে তাকে বের হতে হবে। লেখার বিলগুলো সংগ্রহ না করলে তো আর ঈদের পরিকল্পনাটা বাস্তবায়ন করা যাবে না। এক সময় মসজিদের মিনার থেকে ভেসে আসে আযানের মিষ্টি শব্দ, আসসালাতু খাইরুম মিনাননাউম। বাইরে পাখিরা কিচিরমিচির করছে। বিছানা ছেড়ে উঠলেন রফিক।

যথারীতি অন্যদিনের মতো প্রয়োজনীয় কাজ সেরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন রফিক। সারাদিন ঘুরলেন কিন্তু ঈদের পরিকল্পনা করার মতো টাকা তার হাতে আসেনি। ভাঙ্গা মন নিয়ে ফিরে আসেন ঘরে। সাদিয়া এসে জড়িয়ে ধরলো,

ঃ আব্বু আমাকে লালজামা কিনে দিতে হবে।

ঃ মাথা নেড়ে বললেন রফিক, হ্যাঁ মা অবশ্যই দেবো।

ঘরে স্ত্রী মুহসেনা আর একমাত্র ছেলে সাইফ ছাড়া আর কেউ নেই। হঠাৎ রফিক মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। স্ত্রী মুহসেনা রফিককে বেবি-টেক্সিতে নিয়ে অনেক হাসপাতালে গেলেন। কিন্তু কোথাও সিট পাওয়া গেলো না। অবশেষে তার এক বন্ধু ডাক্তারের কাছে নিয়ে হাজির হয়। ডাক্তার বন্ধু বললেন, অনেক দেরি হয়ে গেছে। মুহসেনা বুঝতে পারে রফিক আর নেই। পরদিন সকালে ছড়িয়ে পড়লো, কবি রফিক আর নেই। পত্রিকার পাতায় বড় বড় ছবি ছাপা হলো। টেলিভিশনেও দেখানো হলো। দেশব্যাপী শোকের ছায়া। সবার মুখে মুখে একই কথা 'হিজল বনে পালিয়ে গেছে পাখি।'

এক এক করে রমজান মাসও শেষ হয়ে গেলো। কাল ঈদ। সাইফদের বাসায় ঈদের কোন কর্মসূচি নেই। বাবার বন্ধুরা একে একে এসে দেখা করে যাচ্ছেন। কিন্তু কারো মনে আনন্দ নেই।

পাশের বাসার দীপু সাইফকে ডেকে নিয়ে গেলো ছাদে। ওরা ঈদের নতুন চাঁদ দেখবে, চাঁদ দেখার দারুণ উত্তেজনা নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো আরো অনেকে। সাইফ ও দিপুকে দেখে সবাই খুশি। কিন্তু সাইফের মনে যে আনন্দ নেই। বারবার বাবার কথাই মনে পড়ছে। বাবা থাকলে আজ কত মজাই না হতো। ঈদের নতুন গান লিখতেন। বলতেন সাইফ দেখি গতবারের ঈদের গানটা গা তো !

পশ্চিম আকাশে বিদায়ী সূর্যের রক্তিম আভা ছড়িয়ে আছে। টুকরো মেঘের রঙিন ভেলা বিদায়ী সূর্যের ঘাটে ভিড়ে আছে। এক সময় মেঘ কেটে গেলো।

www.pathagar.com

পরিষ্কার আকাশে উঁকি মারলো নতুন চাঁদ। সবাই খুশিতে হই হই করে উঠলো। সাইফ মলিন মুখে বাসায় চলে এলো। ঘরে কারো মুখে হাসি নেই। ছোট্ট সাদিয়া বারবার বলছে, ভাইয়া আব্বু ঈদের জামা নিয়ে কখন আসবে? সাদিয়া জানে না আব্বু যে আর কখনো ঈদের জামা নিয়ে ফিরে আসবে না। সাইফ সাদিয়াকে নানাভাবে বুঝাতে বুঝাতে ঘুম পাড়িয়ে দিলো।

আজ ঈদ। চারদিকে অফুরন্ত আনন্দ। প্রকৃতিও যেন আনন্দে বিভোর। বাগানে সবচে বড় জবার কুঁড়িটা তার পাপড়ি মেলে দিয়েছে। যেন তার প্রিয় কবিকে ঈদ মোবারক জানানোর জন্যই সে আজ জেগে ওঠেছে। ছোট্ট চড়ুইপাখিগুলো জানালার ধারে এসে কিচিরমিচির ডাকছে। আর যেন বলছে, কইগো কবি জেগে ওঠো, আমাদের সাথে আনন্দে শরিক হও।

পাখিদের মিষ্টি ডাকে সাইফ জেগে উঠলো ঘুম থেকে। সাদিয়ারও ঘুম ভেঙ্গেছে। সাদিয়া আম্মু আর ভাইয়াকে বিরক্ত করছে।

ঃ আম্মু আব্বু কই ! আমার নতুন জামা কই!

মা মুহসেনা কোরান শরীফ পড়ছেন। চোখ থেকে টপ টপ করে পানি ঝরছে। সাইফ বাগানের ধারের জানালাটার পাশে সাদিয়াকে নিয়ে বসে বসে ফুটন্ত গোলাপের শরীর থেকে টপ টপ করে ঝরে পড়া শিশিরকণা দেখছিলো। মনে হয় যেন ফুলেরাও চোখের পানি ছেড়ে কেঁদে কেঁদে সাদিয়াকে বলছে, ওগো, ফুলের কবি পাখির কবি আসে না আর কেন! এর মাঝে একটি প্রজাপতিও গিয়ে ফুলের গায়ে বসলো। যেন তারা গলাগলি করে তাদের প্রিয় কবির বিয়োগ ব্যথায় ভেঙ্গে পড়েছে। প্রজাপতি দেখে সাইফের বাবার লেখা প্রজাপতি ছড়াটির কথা মনে পড়ে গেলো। মনে হয় এটাই তাদের সবার জন্য ঈদের পুরস্কার।

" প্রজাপতি প্রজাদের খোঁজ কিছু নিও
ঈদ এলে হাতে হাতে ঈদকার্ড দিও।"

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

আশির দশক থেকে সাহিত্য অঙ্গনে যারা নিরলসভাবে অবদান রেখে যাচ্ছেন তাদের মধ্যে শরীফ আবদুল গোফরান অন্যতম। সময়ের কঠিন স্রোতে সাহসী নাবিকের ন্যায় অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তিনি তার অবস্থান তৈরি করে নেন। একজন শিশু সাহিত্যিক হিসাবে তার খ্যাতি অনন্য।

শিশু সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় পদচারণায় মুখর এই লেখকের লেখায় যেমনি দেশ, মাটি ও মানুষের কথা ফুটে উঠেছে তেমনি বিষয় বৈচিত্রকেও তিনি স্বতন্ত্রভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন।

শরীফ আবদুল গোফরান ৪ এপ্রিল ১৯৫৫ সালে কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোর্ট থানার মুরগাঁও গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী কেরামত আলী এবং মাতা বেগম মরিয়ম।

শরীফ আবদুল গোফরান-এর গল্প, প্রবন্ধ, ছড়া-কবিতা পুরোপুরি শিশুদের জন্যই। তাঁর লেখা সাবলীল ও গতিময়। তার কবিতার ছন্দ, গল্পের রস বৈশিষ্ট্যে স্পষ্টত: জ্বলে ওঠা দ্যুতি। যে কাউকে সহজেই মুগ্ধ করার ঢঙও তার লেখায় স্পষ্ট। তিনি যা লিখেন তা ছোটদের উপযোগী হয়েও সকলের।

শৈশব থেকে শুরু করে অদ্যবধি প্রবাহমান তাঁর সাহিত্য চর্চা। সেই প্রবাহমানতার অনবদ্যসৃষ্টি এই গল্পগ্রন্থ "সুবাসিত ভোর"।

www.pathagar.com

Estd-1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড

চট্টগ্রাম অফিস ঃ নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম, ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩।

ঢাকা অফিস ঃ ১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১।

www.pathagar.com